বিএনপির সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস জনগণ: তারেক রহমান

সংগৃহীত ছবি

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, জনগণই বিএনপির রাজনৈতিক শক্তির একমাত্র উৎস। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দলকে নতুনভাবে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি দৃঢ়ভাবে জানান, গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত বিএনপির আন্দোলন চলমান থাকবে

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে ভিডিও বার্তায় যোগ দিয়ে তিনি এ বক্তব্য দেন।

তারেক রহমান আওয়ামী দুঃশাসনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, টানা ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ দেশকে একনায়কতন্ত্রের দিকে ঠেলে দিয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে ব্যবহার করে গুম-খুন চালানো হয়েছে, গায়েবি মামলায় বিরোধী দলের লাখো নেতাকর্মী হয়রানির শিকার হয়েছেন। তিন কোটিরও বেশি নতুন ভোটার ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের তিনটি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি, যা ভোটব্যবস্থার সম্পূর্ণ পতনের প্রমাণ।

তিনি আরো বলেন,আওয়ামিলীগ ক্ষমতায় টিকে থাকতে সরকার শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষকেও গুলি করে হত্যা করেছে। অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও কর্মসংস্থান ধ্বংস করে গেছে; মেগা প্রকল্পের নামে হয়েছে মেগা দুর্নীতি।

রাজনৈতিক সংস্কার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে মতের অমিল থাকা স্বাভাবিক। তবে তিনি মতবিরোধের সমাধান জনগণের হাতে ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। তারেক রহমানের ভাষায়, “জনগণই চূড়ান্তভাবে ঠিক করবে কে আগামী দিনে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেবে।”

তিনি সতর্ক করে বলেন, যদি রাজনৈতিক দলগুলো আলোচনায় জনগণকে উপেক্ষা করে নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে এবং স্বৈরাচার আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

তারেক রহমান মনে করিয়ে দেন, বিএনপি ইতিমধ্যে জনগণের সামনে ৩১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। সেই কর্মসূচির ভিত্তিতেই দেশ চালানো হবে—অর্থনীতি পুনর্গঠন থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও কর্মসংস্থান খাতে ব্যাপক সংস্কার আনা হবে।

আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে তিনি বলেন, এটি সহজ কোনো নির্বাচন হবে না। এজন্য নেতাকর্মীদের সতর্ক থেকে শপথ নিতে হবে—প্রথমত, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে; দ্বিতীয়ত, জনগণের সরকার গড়ে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে কাজ করবে বিএনপি।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ সময় দলের ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু ও রংপুর বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হাবিব দুলুও উপস্থিত ছিলেন।